45

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 24 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

২৪ বছরে ক্যাম্পাসে খুন হয়েছে ৬২ জন

মামুন-অর-রশীদ

স্বাধীনতা পরবর্তী গত ২৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৬২ জন খুন হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ প্রতিপক্ষের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে এবং দলীয় অন্তর্কোন্দলের ফলে। নিহতদের মধ্যে ১৮ জন বহিরাগত তরুণকেও ক্যাম্পাসে খুন করা হয়েছে। একমাত্র ৭৪ সালের ৪ এপ্রিল মহসীন হলে বহুল আলোচিত 'সেভেন মার্ডার' ছাড়া অপর কোন হত্যাকান্ডের বিচার হয়নি। প্রতিটি হত্যাকান্ডের পর মামলা হয়েছে। ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা

(৪১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

২৪ বছরে ক্যাম্পাসে

(প্রথম পাতার পর)

থাকলে প্রথম কয়েক দিন পুলিশী এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয় তদন্ত হয়। এরপর চুপচাপ হয়ে যায়। কোন তদন্ত রিপোর্ট আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। অবশ্য দলীয় অন্তর্কোন্দলে নিহতদের ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কেউ মামলা দায়ের করেনি। গত বছর আরিফ হত্যাকান্ডের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি একটি 'ইতিবাচক' রিপোর্ট প্রদান করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট রিপোর্টের কতিপয় সুপারিশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত দেয়। ডাকসু ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আর আলোর মুখ দেখতে পায়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতা পার্থ'র হত্যাকারীরা রাজনৈতিক আশ্রয়ে বেঁচে যেতে পারে বলে ক্যাম্পাসে গুঞ্জন চলছে।

১৯৯৫ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয় জয়দ্বীপ দত্ত চৌধুরী বাপ্পী। একই বছরে চারুকলার অভ্যন্তরে এবং টিএসসি এলাকায় দু'জন বহিরাগতকে অজ্ঞাত পরিচয় তরুণ হত্যা করে। '৯৫ সালে বাপ্পী হত্যার পূর্বে জগন্নাথ হলের পূর্ব বাড়ির ভবনে গভীর রাতে জাকির নামে ছাত্রলীগ কর্মী খুন হয়। ১৯৯৪ সালে ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রলীগ (কা-চু)-এর মধ্যে ক্যাম্পাসে বন্দুক যুদ্ধকালে পুলিশের টিয়ার শেলের আঘাতে নিহত হয় মাষ্টার্সের ছাত্র বুলবুল। '৯৩ সালে ছাত্রদলের কোন্দলে নিহত হয় সংগঠনের নেতা জিন্নাহ ও পাভেল এবং ছাত্রলীগ নেতা অলক। ১৯৯২ সালে সর্বাধিক সাতটি লাশ পড়েছে ক্যাম্পাসে। এই বছর ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বন্দুক যুদ্ধকালে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজু। ছাত্রদলের অন্তর্কোন্দলে খুন হয় মামুন ও মাহমুদ।

ছাত্রলীগের কোন্দলে নিহত হয় সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল। খুন হয় ছাত্রলীগের লাকু। '৯৭ সালে ক্যাম্পাসে খুন হয় তনাই। '৯১ সালে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় মির্জা গালিব, লিটন ও মিজান এবং একজন টোকাই। জহুরুল হক হলে খুন হয় বহিরাগত এক তরুণ। ক্যাম্পাসে নিহত হয় ছাত্রলীগ (কা-চু) মাহাবুব।

'৯০ সালে জহুরুল হক হলের সম্মুখে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় ছাত্রলীগ নেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নু। '৮৯ সালে এসএম হলে ক্রস ফায়ারে নিহত হয় আরিফ, '৮৮ সালে মুহসীন হলে নিহত হয় পাগলা শহীদ। '৮৭ সালে নিহত হয় ছাত্রদলের মাহবুবুল হক বাবলু, মঈনুদ্দীন, নুর মোহাম্মদ, হালিম ও মুন্না। ৮৬ সালে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়নের আসলাম এবং ৮৫ সালে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের হাতে নিহত হয় ছাত্রলীগের নেতা সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রাউফুন বসুনিয়া।